কেরুজ চিনিকলের ড্রাইভার আব্বাসের বিরুদ্ধে চিটাগুড়ে পানি মেশানোর অভিযোগ

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের পরিবহন বিভাগের কর্মরত ড্রাইভারের বিরুদ্ধে বহনকৃত চিটাগুড়ে পানি মেশানোর অভিযোগ উঠেছে। এ অভিযোগে পরিবহনের ট্যাংকির চিটাগুড় আনলোডে বাঁধ সেধেঁছে কর্তৃপক্ষ। যে কারনে আটকে দেওয়া হয়েছে পরিবহনের ট্যাংকের চিটাগুড় আনলোড।

জানাযায়, দর্শনা কেরুজ চিনিকলের পরিবহন বিভাগের নিজস্ব (ঢাকা মেট্রো-ঢ-১১-০৩৬১) নম্বরের একটি পরিবহন ট্রাক (ট্রাংকলরী) চিটাগুড় আনতে যায় নাটোর চিনিকলে। বহনকৃত পরিবহন ট্রাকটির (ট্রাংকলরী)কেরুর শ্রমিক চালক আব্বাস উদ্দিন চিনিকল হতে চিটাগুড় নিয়ে ফিরে আসেন কেরুজ চিনিকলে।

আজ রোববার সকালের দিকে ট্রাকের ট্রাংলরীর মধ্যে রক্ষিত চিটাগুড় কেরুজ চিনিকলের হাউজে ঢালার সময় চিটাগুড়ে পানি মেশানো হয়েছে এমন সন্দেহ হয় কেরুজ কর্মকর্তাদের। এতে কর্মকর্তা ট্রাকের চিটাগুড় আনলোডে বাঁধসেধে বন্ধ করে আটকে দেয় ট্রাকটি। ফলে ট্রাকের চিটাগুড় সহ ট্রাকটি পড়ে থাকে হাউজের পাশে ট্রাক লোড-আনলোড পয়েন্টের উপর।

একথা কেরুজ চিনিকল এলাকায় দ্রুত ছড়িযে পড়লে শ্রমিক ও সাধারন মানুষের মুখে নানামুখি গুঞ্জন ওঠে চালক আব্বাস উদ্দিনকে নিয়ে। ট্রাক চালক কি পথিমধ্যে চিটাগুড় বিক্রি করে ট্রাকের ট্রাংকিতে পানি মিশিয়েছে? আর পানি মিশ্রিত সেই চিটাগুড় প্রতিষ্টানকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ব্যার্থ হয়ে ধরা খেলেন চালক আব্বাস?

এবিষয়ে কেরুজ ডিষ্টিলারী বিভাগের মহা-ব্যবস্থাপক রাজিবুল হাসান বলেন, চিটাগুড়ে (মুলাসেস) পানিমিশ্রিত সন্দেহে আমরা ট্রাকের রক্ষিত মাল আনলোড বন্ধ করে দিয়েছি। এ বিষয়ে নাটোর সুগার মিলের প্রডাকশন ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। সেই সাথে চিটাগুড় সংরক্ষণ করে তা পরিক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠানো হয়েছে।।তিনি আরও বলেন পরিক্ষা শেষে জানা যাবে পানি মিশিয়েছে কিনা।

দর্শনার পল্লী চিকিৎসক সজলের বিরুদ্ধে দেহভোগের অভিযোগ

দর্শনার পল্লী চিকিৎসক সজলের বিরুদ্ধে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে দেহভোগের অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে ভক্তভোগী ওই নারী পল্লী চিকিৎসক সজলের নামে থানা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ অভিযুক্ত পল্লী চিকিৎসক সজল ডাক্তারের চিকিৎসালয় কেন্দ্রে যায়।

এ ঘটনা নিয়ে দর্শনা পুরাতন বাজার ও এলাকা জুড়ে বইছে আলোচনা- সমালোচনার ঝড়।

অভিযোগে জানা যায়, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দর্শনা পুরাতন বাজারের নিপা মেডিকেল হলের পল্লী চিকিৎসক সজল ডাক্তারের (৪৫) সাথে পরিচয় হয় ৩৫ বছর বয়সী স্বামী পরিত্যাক্তা এক নারীর। তাদের মধ্যে মোবাইল ফোনে কথোপকথনেরে একপর্যায় ঘণিষ্টতা হয়। এ ঘণিষ্ঠতার সূত্র ধরে মিথ্যা বিয়ের প্রলোভনে পল্লী চিকিৎসক সজল ওই নারী সহিত অবৈধ্য সম্পর্ক গড়ে তোলে।

তাদের মধ্যে অবৈধ্য সম্পর্ক স্থাপনের পর ওই নারীকে বিবাহ করবেনা বলে হুমকি-ধামকী দেওয়া হচ্ছে।

অভিযোগকারীর অভিযোগে আরও উল্লেখ করেছন, এ বিষয়ে চলতি মাসের ১ ডিসেম্বর সকাল ১০ টার সময় আমি এতটুকু বলি যে আপনি আমাকে বিবাহ করবেন বলে আমার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে। স্পর্কের কথা বলাতে সে আমাকে সম্পূর্ন রুপে অস্বীকার করে এবং আমাকে বিয়ে করবেনা এ মর্মে হুমকি প্রদান করে। তার হুমকি-ধামকী ও ভয়ভীতি দেওয়াতে আমি নিরাপত্তাহীনতা গ্রস্ত হয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা করিতে দর্শনা থানায় অভিযুক্ত সজল ডাক্তারের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ করেছি।

এ ঘটনা ধামাচাপা দিতে সজল ডাক্তার বিভিন্ন মহলে শুরু করেছে তদবির। তবে এ ঘটনাটি মিমাংশায় উভয়পক্ষ বসবে বলে একটি সুত্র জানিয়েছে।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত সজল ডাক্তার বলেন, আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে ওই নারী। তবে সে তার ভূল বুঝতে পেরে থানা থেকে তার করা অভিযোগ তুলে নিয়েছে।

এবিষয়ে অভিযোগ তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই নীতিশ বিশ্বাস বলেন, এমন একটি অভিযোগ আমি পেয়েছি। অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ে আমি তদন্ত করছি। তদন্ত সত্যতা মিললে পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার সাহা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন এমন একটি অভিযোগ পেয়েছি অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ে অভিযোগ তদন্ত করছে থানার এসআই নীতিশ বিশ্বাস।তবে অভিযোগের সত্যতা পেলে তার বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গার ১ নং ওয়ার্ডে নৌকার মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বিচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুনের নৌকা প্রতিকের পক্ষে আলমডাঙ্গায় নির্বাচনী পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রোববার সন্ধ্যায় পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের স্টেশন এলাকায় এ পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নৌকা প্রতিকের এ পথসভার পূর্বে বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে একটি নির্বাচনি মিছিল এলাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় বক্তাগণ বলেন,নৌকা হলো উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রতিক। নৌকা বিজয়ী হলেই দেশের উন্নয়ন হয়। আজকে এই ১৫ বছরে আওয়ামীলীগ সরকার দেশে যে উন্নয়ন করেছে,তা আপনাদের কারো অজানা নয়। উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকায় ভোট দিতে হবে। ছেলুন জোয়ার্দ্দারকে বিজয়ী করে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে।

১নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক

আলাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম স্বপন, গাংনী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক সামসুল ইসলাম সামু, দপ্তর সম্পাদক রিপন, চিৎলা ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা টিটু, উপজেলা ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক রিমন, প্রচার সম্পাদক আলো, ছাত্রলীগ নেতা শান্ত, জিংকু, সৌরভ, রাজন, পিয়াস, তোতা, দেলোয়ার হোসেন, মামুন, শাহিন প্রমুখ।

দামুড়হুদায় ভৈরব নদী ও কৃষি জমির মাটি উত্তোলন করে বিক্রি:নিরব প্রশাসন

দামুড়হুদায় প্রকাশ্যে কৃষি জমি-ভৈরব নদীর মাটি উত্তোলন করে বিক্রি করছে চিহ্নিত ভূমিদস্যুরা। অবৈধভাবে ভৈরব নদী ও কৃষি জমির মাটি উত্তোলন করেও তারা রয়েছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। ভূমিদস্যুরা অবৈধ পন্থায় মাটি উত্তোলন করলেও প্রশাসন রয়েছে নিরব।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার সদর ইউনিয়নের পাঠাচোরা গ্রামের ভৈরব নদীর তীরবর্ত্তী স্থান থেকে অদৃশ্য কারণে প্রতিদিন ভেকু মেশিনের সাহায্যে ১৫ টি অবৈধ ট্রাক্টর যোগে মাটি কেটে উপজেলার বিভিন্ন অবৈধ ইটের ভাঁটায় বিক্রি করছেন ভূমিদস্যু সিন্ডিকেটের সক্রিয় সদস্যরা। তবে পাঠাচোরা থেকে কে বা কাহারা ভৈরবের মাটি চুরি করে বিক্রি করছেন এমন তথ্য স্থানীয়রা সঠিক ভাবে না জানালেও তারা জানান উপজেলার সদর ইউনিয়নের বদনপুর ও নাপিতখালী গ্রামের দুইজন এ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন।

ঘটনাস্থলে দেখা যায় চুরি করা ভৈরব নদীর পাড় থেকে মাটি ট্রাক্টরে নেওয়ার জন্য সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় বেশকিছু ট্রাক্টর। আর এ সকল ট্রাক্টরগুলোতে মাটি ভর্তি করে দিতে সাহায্য করছেন ভেকু মেশিন নামক দানব যন্ত্রটি। যন্ত্রটি একে একে ট্রাকগুলোতে মাটি ভরাট করে দিচ্ছে, মাটি ভরা শেষ হলেই ঘটনাস্থল থেকে অবৈধ ট্রাক্টরগুলো ছুটছে গন্তব্য স্থানে। আর এভাবেই উল্লেখিত স্থান থেকে প্রতিনিয়তই সকাল ৬ টা থেকে চলছে মাটি চুরি

করে বিক্রি’র উৎসব।

সচেতন মহল বলছেন, ভৈরব নদী খনন কাজের মাটি দিয়ে নদীর পাড় না বেধে তা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ভূমিদস্যুরা চুরি করে নিজের ব্যাক্তিগত সম্পত্তির মতো করে অবাধে বিক্রি করে আসছেন। মাটি গুলো রাতের আঁধার কিংবা দিনের আলোতে প্রকাশ্যে বিক্রি করছেন ইটের ভাঁটাতে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে সংশ্লিষ্টারা দেখেও না দেখার ভান করছন, এটি খুবই দুঃখজনক। তাঁরা আরও জানান, এতে করে নদী পাড়ের কৃষি জমি ভাঙ্গন সহ আশপাশের রাস্তা ও বাড়ি ঝুঁকিতে থাকবেন। ফলে দ্রুত ভৈরব নদীর মাটি চুরি বন্ধে প্রশাসন কঠোর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

এ বিষয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য মো: আব্দুল আলিমের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, এ বিষয়ে আমি তেমন কিছু জানিনা। আর বিশেষ করে ভূমিদস্যুদের সাথে আমি কোন সম্পর্ক রাখিনা।

চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আরিফ আহমেদ বলেন, ভৈরব নদ খননের উদ্বৃত্ত মাটি উত্তোলন বা বিক্রি করতে কাউকে অনুমোদন/ইজারা দেয়া হয়নি। যদি কেউ তা বলে থাকে তবে মিথ্যা বলেছে। আর যারা মাটি উত্তোলন করছে তারা অবৈধ পন্থা অবলম্বন করছে। তিনি আরো বলেন, যদি ভৈরব নদ খননের উদ্বৃত্ত মাটির কারণে জণগণের চলাচলের রাস্তায় বিঘ্ন ঘটে তাহলে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) স্টিমেট করে ইজারা দিতে পারেন। তবে এখন পর্যন্ত দামুড়হুদা উপজেলায় কাউকে ইজারা দেয়া হয়নি।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রোকসানা মিতা বলেন, বিষয়টি পানি উন্নয়ন বোর্ডের। পানি উন্নয়ন বোর্ড কোনো প্রকার ইজারা দিয়েছেন কিনা আমার জানা নেই।

জীবননগরে মুক্তিযোদ্ধাদের

সাথে টগরের মতবিনিময় সভা

চুয়াডাঙ্গা জীবননগরে দেশের সূর্যসন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আজ রোববার সকালে মতবিনিময় করেছেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নৌকার মনোনীত প্রার্থী হাজী আলী আজগার টগর এমপি।

আসন্ন জাতীয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জীবননগর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধাদের আয়োজনে সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সাইদুর ইসলাম মাষ্টারের সভাপতিত্বে সাবেক মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভবনে মতবিনিময় সভা করেন। সভায় প্রধান অতিথী হিসেবেত উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা -২ আসনের আওয়ামীলীগের মনোনিত প্রার্থী হাজী আলী আজগার টগর এমপি। বিশেষ অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা দলিল উদ্দিন দিলু,সাবেক পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপজেলার শতাধিক মুক্তিযোদ্ধার উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথীর বক্তব্যে এমপি টগর বলেন,জাতীর এই শেষ্ঠ সন্তানরা যদি ৭১ সালের যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে দেশের জন্য অস্ত্র হাতে যুদ্ধে অংশগ্রহন না করতেন তাহলে আমরা এই স্বাধীন রাষ্ট্র কখনোই পেতাম না। কিন্তু দেশ স্বাধীনের পর অনেক দলই সরকার গঠন করে রাষ্ট্রিয় ক্ষমতায় ছিলেন। অনেক সময় পেরিয়ে গেলেও দেশের এই সূর্য সন্তানদের দিকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ছাড়া আর কেউই কিন্তু ফিরেও তাকায়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বীর নিবাস,সন্মানিত ভাতাসহ অনেক অনেক সন্মানে সন্মানিত করেছেন। তাই জননেত্রীকে আবারও ক্ষমতার রাখতে বিএনপি জামাতের সকল অপশক্তিকে রুক্ষতে সকল মুক্তিযোদ্ধাদের একত্রিত হয়ে আর একবার যুদ্ধে নামার অনুরোধ করেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায়

সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার সেলুনের পথসভা

আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার সেলুন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পথসভা করেছেন।

গতকাল শনিবার বিকাল থেকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পদ্মবিলা ইউনিয়নের হায়দার পুর, ডিঙ্গেদহ, নিমতলা, কুষডাঙ্গা,বুষতলা, পিরোজখালী, সুবদিয়া, খেজুরা, বেলেকান্দি, নফরকান্দি, পাঁচমাইল বাজার, ধুরুরহাট সহ সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পথসভা করেন তিনি।

এ সময় তিনি বলেন, শেখ হাসিনা সরকার উন্নয়নের সরকার। জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রেখে যাওয়া সোনার বাংলাদেশ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের গ্রাম থেকে শহর সকল পর্যায়ে উন্নয়ন হচ্ছে। এই উন্নয়নের ধারা যদি অব্যাহত রাখতে হয় তাহলে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারো শেখ হাসিনা ও নৌকার বিজয় সুনিশ্চিত করতে হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, পদ্মবিলা ইউনিয়নের সভাপতি খাঁজা শাহাবুদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক আমজেদ, পদ্মবিলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলম মন্ডল, হায়দার পুরের সাবেক মেম্বার শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, পদ্মবিলা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি বনফুল, ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুমন, সাবেক মেম্বার ফয়জুল হক, আওয়ামী নেতা মিরাজুল ইসলাম, আব্বাস আলী, বায়েজিদ জোয়ার্দার, ইদ্রিস আলী, যুবলীগ নেতা রুবেল, ইউনিয়ন যুবলীগের প্রচার সম্পাদক আমান, ফাহাদ, ইসরাফিল, নয়ন, তাফসির, রাশিদুল, মজিবুল, নাইম, আসিফ, রাব্বি, সাধন, শিশির, শাকিল, সোহাগ, আকাশ সহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ কৃষক লীগের নেতাকর্মী।

চুয়াডাঙ্গার গড়াইটুপিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের অভিযনে মহিলাসহ গ্রেফতার ৪

চুয়াডাঙ্গার গড়াইটুপিতে বিভিন্ন এলাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে মহিলাসহ ৪জনকে গ্রেফতার করেছে।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অভিযান চালায় গড়াইটুপি মেলার মাঠ পাড়ায়।

এ সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের উপ পরিদর্শক আকবার হোসেনের নেতৃত্বে গড়াইটুপি আঃ রশিদের বাড়ি অভিযান চালায়।

এ সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বসত ঘর থেকে ১ কেজি গাঁজাসহ জোসনা খাতুন (৩৫) আটক করে। এ ঘটনায় দর্শনা থানায় মাদক আইনে নিয়মিত মামলা দায়ের করেন। পরে সকাল ১১ টার দিকে একই পাড়ায় অভিযান চালিয়ে ৬০ গ্রাম ও ৪০ গ্রাম গাঁজাসহ আলা ভৃইয়া (৫০) ও হারুন মন্ডল (৫৫)কে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত ২ জন গড়াইটুপি মেলা মাঠ পাড়ার আলী হোসেন ও আয়ুব মন্ডলের ছেলে। পরে তার বিজ্ঞ এক্সকিিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সহাকরী ভৃমি মোঃসাজ্জাদ হোসেন ৩ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১শ টাকা জরিমানা করে জেল হাজতে প্রেরন করেন। অপরদিকে শনিবার বেলা ৩ টার দিকে তিতুদহ ইউনিয়নের গবরগাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে ১ কেজি গাঁজাসহ শহিদুল ইসলামকে (৪৫) আটক করে। আটককৃত শহিদুল গবরগাড়া গ্রামের আবু সিদ্দিকের ছেলে। এ ঘটনায় দর্শনা থানায় মাদক আইনে মামলা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে নির্বাচনী

আচরণবিধি লঙ্ঘনে স্বতন্ত্র প্রার্থীকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে স্বতন্ত্র ঈগল প্রতিকের প্রার্থীর কর্মীকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল শনিবার বিকেলে উপজেলার মুন্সিগঞ্জ পশুহাট প্রাঙ্গণে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেজওয়ানা নাহিদ।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আচরণ বিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে গতকাল শনিবার বিকেলে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে উপজলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেজওয়ানা নাহিদ এ অভিযান পরিচালনা করেন।

এ অভিযানে আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের মুন্সিগঞ্জ পশুহাট এলাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপকুমার আগরওয়ালার একই ইউনিয়নে দুটি নির্বাচনি অফিস, আলোকসজ্জা ও তোড়ন নির্মাণের অভিযোগ পাওয়া যায়। এতে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে এ প্রার্থীর এক দায়িত্বরত কর্মীকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং তাৎক্ষণিক নির্বাচনি অফিস বন্ধ করে আলোকসজ্জা ও তোড়ন অপসারণ করা হয়।

সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেজওয়ানা নাহিদ বলেন, নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। নির্বাচনে সকল প্রার্থীকেই আইন মেনে চলতে হবে। নির্বাচন পর্যন্ত এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

জীবননগরে নৌকার পক্ষে নিবাচনী গনসংযোগ

জীবননগরে নৌকার পক্ষে নিবাচনী গনসংযোগ ও লিফলেট বিতারণ করলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর এমপির ছেলে মুনতাসির আজগার আকাশ।

গতকাল শনিবার সন্ধার সময় জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নে এ গনসংযোগ ও লিফলেট বিতারণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন,মনোহরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম রসূল সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বকুল, মনোহরপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ও ৬নং ইউপি সদস্য আদিলুল করিম, মনোহরপুর ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলম, ইউপি সদস্য চ্যামেলী, সাবেক উথলী ইউপি সদস্য খলিলুর রহমান, ১নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি কামরুজ্জামান কুড়োন, সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুর রহমান, ৩নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলী হোসেন, ৪নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু সাইদ ৭নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আতিয়ার রহমান সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, মহিলা ইউপি সদস্য জাহিমা খাতুন,সাবেক কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহসম্পাদক ফয়জুর রহমান খাঁন নয়ন, ইউনিয়ন যুবলীগের মনোহরপুর ইউনিয়ন ছাত্র লীগের সভাপতি আনিসুর রহমান শিমুল সাধারণ সম্পাদক শামিউল হক শামিম, কলেজ ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আকিবুল হাসান আকিব, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ নেতা, ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের বিভাসসহ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাজিবুল, হাসিব, হাসান, ইমন, শিলনসহ আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগর থানা যুবদলের সভাপতি

ময়েনসহ আটক-২

জীবননগর থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে জীবননগর থানা যুবদলের সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ময়েন উদ্দিনসহ দুই বিএনপি নেতাকে আটক করেছে পুলিশ।

গত শুক্রবার রাতে জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এস,এম জাবীদ হাসানের নির্দেশে জীবননগর থানার এসআই(নি:) সিরাজুল আলম সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ রাত ১ টা ২০ মিনিটের সময় যশোর জেলার বেনাপোল পোর্ট থানা এলাকা থেকে নাশকতা মামলায় এজাহারনামীয় পলাতক আসামী গয়েশপুর গ্রামের মোঃ ইন্তাজ আলীর ছেলে সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জীবননগর থানা যুবদলের সভাপতি মোঃ ময়েন উদ্দিন ময়েনকে (৪৫) আটক করে পুলিশ ।

একই দিনে জীবননগর থানার এসআই(নি:)মোঃ শরিফুল ইসলাম সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ জীবননগর থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে জীবননগর উপজেলার পেয়ারাতলা এলাকা থেকে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির লক্ষ্যে নাশকতামূলক কর্মকান্ডের পরিকল্পনা করা অবস্থায় মনোহরপুর ইউনিয়নের পেয়ারাতলা গ্রামের মৃত সিদ্দিক আলীর ছেলে মনোহরপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারন সম্পাদক মোঃ আলী হোসেনকে (৬২) আটক করে পুলিশ।

এ সময় ০৩ টি অবিস্ফোরিত ককটেল বোমা সাদৃশ্য বস্তু এবং পলাতক আসামীদের ফেলে যাওয়া ০৫ টি বাশের লাঠি, ০২ টি লোহার রড এবং ১০০ সিসি একটি মোটর সাইকেল আটক করা হয়।